ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(১৮২০-১৮৯১)

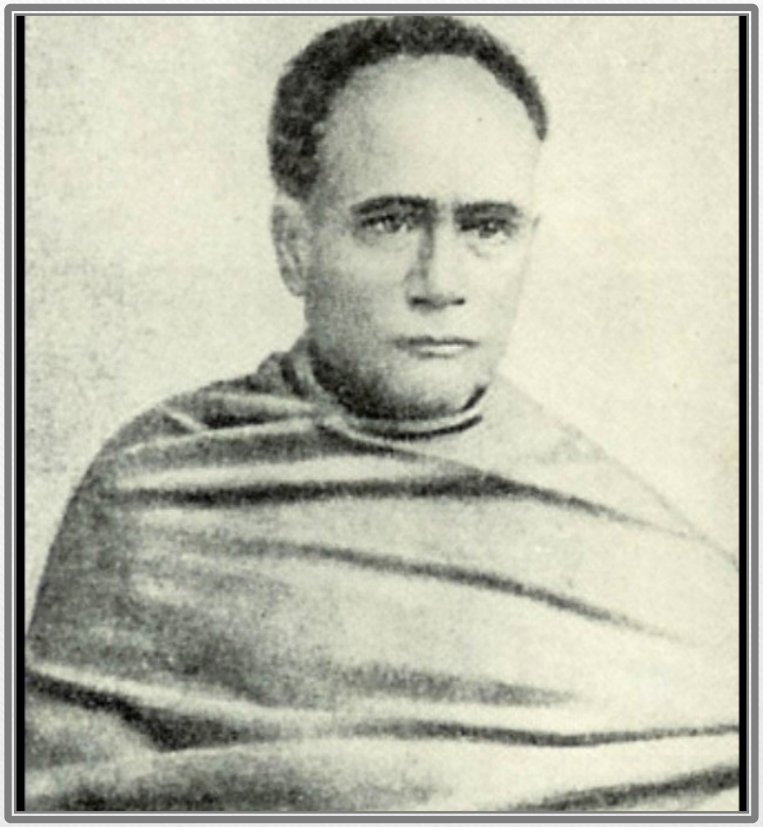

উপস্থাপক : মৌসুমী রক্ষিত
বাংলা বিভাগ
শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজ

অনুবাদ মূলক রচনা

হিন্দি '**বৈতাল পচ্চিশি**' থেকে অনুবাদ '**বেতাল পঞ্চবিংশতি**'(১৮৪৭),কালিদাসের '**অভিজ্ঞান শকুন্তলম**' নাটকের গদ্য অনুবাদ '**শকুন্তলা**'(১৮৫৪), ভবভূতির '**উত্তরচরিত**' এবং বাল্মিকী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আখ্যানের অনুসরণে '**সীতার বনবাস**'(১৮৬০), শেক্সপিয়ারের 'comedy of errors' এর গল্পাংশের অনুবাদ '**ভ্রান্তিবিলাস**', (১৮৬৯)।

পাঠ্যগ্রন্থের অনুবাদ

মার্শম্যানের 'History of Bengal' এর কয়েক অধ্যায় অবলম্বনে **'বাঙালার ইতিহাস'(১৮৪৮),** চেম্বারর্স এর 'Biographies' **ও** 'Rudiments of knowledge' অবলম্বনে যথাক্রমে **'জীবনচরিত'(১৮৪৯) ও 'বোধোদয়' (১৮৫১) এবং** ইসপের **'ফেবলস'** অবলম্বনে **'কথামালা'(১৮৫৬)।**

মৌলিক রচনা

'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (**১৮৯১**) - বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার মৃত্যুতে রচিত। তা বাংলা গদ্যে লিখিত প্রথম শোক গ্রন্থ।

'বিদ্যাসাগর চরিত'(অসম্পূর্ণ)-১৮৯১

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক (প্রথম ১৮৭১,দ্বিতীয় ১৮৭৩)

লঘু রচনা

অতি অল্প হইল (**১৮৭৩**), **আবার অতি অল্প হইল** (**১৮৭৩**), কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে রচিত। '**ব্রজবিলাস**'(**১৮৮৪**), '**রত্নপরীক্ষা**'(**১৮৮৬**) কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য সহচরস্য ছদ্মনামে রচিত।

শিক্ষামূলক রচনা

'বর্ণপরিচয়' (প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ - ১৮৫৫) ও সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য

১। বিদ্যাসাগরের হাতে সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম।

২। আতিশয্যহীন বিশেষ কোন একদিকের প্রবণতাহীন গদ্যই হচ্ছে তার গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই বিদ্যাসাগর বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে ভাষাকে জটিল ও সরল করেছিলেন।

৪। ভাষার মধ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দচেতনা এনেছেন। গদ্যে সুর, তাল, লয়, যতি ইত্যাদির প্রয়োগ কুশলতায় গদ্যের মধ্যে প্রবাহমানতা এনেছেন।

৫। বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা জটিল বাক্যবন্ধ নির্মাণ করার সম্ভাবনাকে তিনি ব্যবহার করেছেন।

৬। বাংলা গদ্যকে সংহত করার জন্য সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করলেও তিনি গদ্যকে প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত করেছেন এবং অনেক পরিমাণে সরল করে দিয়েছেন।

৭। কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার বিদ্যাসাগরই প্রথম যথার্থ অধিকারীর ঢঙ্গে করতে পেরেছিলেন।